যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৬ মার্চ ২০১৭

target@ কেরিয়ার

৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

কেরিয়ারের ভাবনা

কিশোর বয়স থেকেই হওয়া ভালো

কেরিয়ার মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের মধ্যে পড়ে। আজ আমি নিজেকে যেভাবে জীবনে গড়ে তুলব তার উপর আমার ভবিষ্যতের অনেকখানি নির্ভর করছে। তাই নিজেকে গড়ে তুলতে হলে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি খুবই প্রয়োজনীয়।

একটা সময় এমনও থাকে যখন আমরা কেরিয়ারের গুরুত্ব বুঝি না, বা সেদিকে লক্ষ্য করার প্রয়োজন মনে করি না। এমনকী বাড়ির বড়দের কথাও আমরা অনেক সময়ে শুনি না। আসলে কিশোর বা তরুণ বয়সে আনন্দ করার সময়। কিন্তু যদি সেই সময়টা শুধু আনন্দ করেই কাটিয়ে দিলে আমরা আমাদের কেরিয়ার অচিরেই নষ্ট করে ফেলব। জীবন শুধু খামখেয়ালিপনার মধ্যে কাটিয়ে দিলে ভবিষ্যতে ভালো কিছু করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। জীবনকে নিজের মতো করে উপভোগ করার জন্য কেরিয়ারে ভালো কিছু করা জরুরি।

আমাদের দেশে একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়, অপেশাদারিত্বের মনোভাব। কারণ, যে কোনও কোম্পানি আপনার কাছ থেকে পজিটিভ মনোভাব আশা করবেন। বর্তমান যুগে প্রোফেশনালিজমকে গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে, তাহলেই প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

একজন মানুষকে প্রোফেশনাল হতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকা প্রয়োজন। এ উপাদানগুলো আপনাকে সহায়তা করবে প্রোফেশনাল ওয়ার্কার হিসাবে প্রকাশ করতে।

সততা: প্রতিষ্ঠানের প্রতি পূর্ণমাত্রায় সত্যতা থাকা চাই। অন্যের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি বা ব্যক্তিগত তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা থেকে সবসময় নিজেকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে। সততা থাকতে হবে প্রতিষ্ঠানের সকল বিষয়ে। সত্যবাদী হতে হবে এবং কমিটমেন্ট করলে সেটা যে কোনও মূল্যে রাখার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের তথ্যকে সংরক্ষণ করতে হবে নিজের দায়িত্ব মনে করে।

দায়িত্বশীলতা: একজন প্রোফেশনাল শুধু অফিসের প্রতি এবং তার কাজের প্রতি নয়, প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি দায়িত্বশীল মনোভাবের হন। মনে রাখতে হবে প্রতিষ্ঠানের যে কোনও ভালো বিষয়ের জন্য আপনি যেমন দায়িত্ব নেন, তেমনি যে কোনও ভুলের জন্যও দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

সম্মান প্রদর্শন: অন্যকে সব সময় সম্মান দেখানো প্রোফেশনাল হওয়ার একটা অন্যতম চিহ্ন। মানবিকতার একটা ধারায় পড়ে এই গুণটি। ছোট-বড় সকল সহকর্মীকে সম্মান দেখানো উচিত। এতে তাঁরাও এ আচরণ দেখাবেন।

কেরিয়ার তৈরির আরও টিপস | দুই, তিন ও চারের পাতায়

ব্যক্তিগত উন্নয়ন: প্রতিনিয়ত ব্যক্তিগত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হয়। আর একজন প্রোফেশনাল সবসময় ব্যক্তিগত উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন। পড়াশোনা বাড়িয়ে, কাজে বেশি বেশি নিমগ্ন হয়ে অথবা নতুন নতুন কাজ করে এ উন্নয়ন করা সম্ভব। সৃষ্টিশীলতা আর কাজের প্রতি মনোযোগ ব্যক্তি উন্নয়নে সহায়তা করে।

সচেতনতা: সচেতন ব্যক্তির ভুল হয় কম। একজন প্রোফেশনালের কাছে ভুল কাজ মোটেও কাম্য নয়। তাই সচেতন হয়েই নিজের দক্ষতা বাড়াতে হবে।

নেটওয়ার্ক: প্রোফেশনালদের মধ্যে নেটওয়ার্ক সম্পাদনের মনোভাব থাকা চাই। কোলাবরেশন, নেটওয়ার্কিং এবং যোগাযোগ নতুন চিন্তা, কর্মপন্থা, সুযোগ তৈরি করে।

সাবমিশন: প্রোফেশনালিজমের প্রধান উপাদন হল, প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাবমিশন থাকা। আপনার যদি প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিষ্ঠা আর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগের মনোভাবনা থাকে, তাহলে প্রতিষ্ঠানও আপনার কাজকে স্বীকৃতি দেবে না। নিজেকে প্রতিষ্ঠানের জন্য নিবেদন করে প্রোফেশনাল হওয়ার প্রথম ধাপ অতিক্রম করতে হবে।

আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে কিছু মাত্রায় প্রোফেশনালিজম দেখা গেলেও সেটা ১০০% পাওয়া যায় না। এর মূল সমস্যা হল, আমরা প্রথম থেকেই পারিবারিক জীবনে এর কোনও চর্চা করি না। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা ভাবতেই পারি না প্রোফেশনালিজমকে। কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেল পর্যন্ত যদি ব্যক্তিগত জীবনে আমরা প্রোফেশনালিজমের চর্চা করি, তাহলে চাকরি-জীবনে এর প্রভাব পড়বে আপনা থেকেই। যে কোনও কিছু চর্চার মধ্য দিয়ে সেটা ধারণ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এতদিন যে চর্চা করেননি কেরিয়ারের সাফল্য আনতে শুরু করে দিন প্রোফেশনাল হওয়ার সকল অভ্যাস।

আপনি যদি এ বিষয়গুলো নিজের মধ্যে খুঁজে পান তাহলে নিঃসন্দেহে আপনি একজন প্রোফেশনাল। আর তা না থাকলে এখনই চেষ্টা করুন এগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করে প্রোফেশনাল হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে।

যেমন ধরুন, সাংবাদিকতার একটি গ্ল্যামারাস দিক আছে বলে বেশিরভাগ পড়ুয়া এই পেশায় আসতে আগ্রহী। কিন্তু যে কোনও পেশাতেই ভালো কেরিয়ার গড়তে হলে প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। মিডিয়া যেভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং তার রূপ ক্রমশ যেভাবে পেশাদারিত্বের দিকে ঝুঁকছে সে তুলনায় পেশাদার কর্মী গড়ার প্রতিষ্ঠান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপ্রতুল। তবে এখন অনেক জায়গায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে জার্নালিজম পড়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। যেখান থেকে আপনি কাজটিকে আরও বেশি করে জানার সুযোগ পাবেন।

একটা সময় অ্যাকাউন্টিং বা ফিন্যান্স বিষয়ে পড়ালেখা শেষ করেই ভালো চাকরি পাওয়া যেত। এরপর শুরু হয় বিবিএ এবং এমবিএ যুগ। বিশ্বায়নের হাওয়ায় সেই প্রবণতাও থেমে গেছে। এখন কেরিয়ার গড়তে সকলেই বেছে নিচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন অব চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস (এসিসিএ)কে। এটি রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রোফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট বডি। এই ডিগ্রিটি অর্জন করার প্রেক্ষিতে যে কোনও শিক্ষার্থী দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে কেরিয়ার গড়ে তুলতে পারবে।

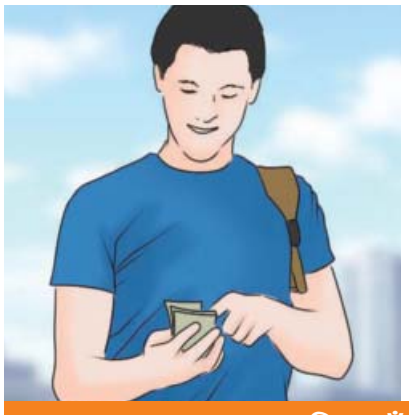

চাকরির খোঁজ-খবর আর টিপস | ছয়, সাত ও আটের পাতায়

ব্যবসায় টিকে থাকার কৌশল

অনেকেই ব্যবসা করতে চায়। এরজন্য বিভিন্ন রকম পরিকল্পনাও করে। কিন্তু ব্যবসা শুরু করা যতটা সহজ, প্রতিযোগিতার বাজারে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা ততটা সহজ নয়। তাই প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে থাকতে হলে কঠোর মানসিকতার যেমন প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন কিছু কৌশল।

গত সংখ্যার পর

সঞ্চয়ের চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন: অনেক ব্যবসায়ীই ব্যবসা থেকে ছিটকে পড়েন সঞ্চয় না থাকার কারণে। অনেকেই লাভের প্রায় পুরো অংশই তাঁর পুরনো ব্যবসায় বিনিয়োগ করে ফেলেন। তাই তাঁর বিনিয়োগ করা টাকা ছাড়া মূলধনের আর কোনও উৎস থাকে না। তাই কোনও কারণে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি সেখান থেকে উত্তরণের কোনও পথ খুঁজে পান না। শুধু ব্যবসায়িক মন-মানসিকতা থাকলেই হবে না, আপনাকে সঞ্চয়ীও হতে হবে। কথায় বলে সঞ্চয়েই সমৃদ্ধি। এজন্য আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকটস্থ কোনও সরকারি বা বেসরকারি ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে নিন। আর তাতে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রাখুন। যে ব্যাংকে সবচেয়ে বেশি মুনাফা পাওয়া যাবে, সে ব্যাংকেই অ্যাকাউন্ট খুলুন। একসময় দেখবেন আপনার জমানো ছোট ছোট অঙ্ক একটি বিশাল অঙ্কে দাঁড়িয়ে গেছে। এ টাকা যে কোনও বিপদের সময় সম্বল হিসাবে কাজ করবে।

পরিচিতি বাড়ানো খুবই প্রয়োজন: ব্যবসাক্ষেত্রে টিকে থাকতে হলে প্রতিষ্ঠানের পরিচিতিটাও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ধরে নেওয়া যাক, পাশাপাশি দু'টি প্রতিষ্ঠান একই ধরনের পণ্যসেবা দিয়ে থাকে। একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি বেশি, অন্যটির কম। কার বিক্রি-ব্যবসা ভালো জমবে?

ব্যবসার নানা সুলুক-সন্ধান | পাঁচের পাতায়

নিশ্চয়ই সেই প্রতিষ্ঠানের বিক্রি বেশি হবে, যেটির পরিচিতি বেশি। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু ও পরিচালনায় সহযোগিতা করে থাকে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন। ভালো ব্যবসা করতে হলে প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি বাড়াতে হবে। জানবেন প্রচারেই কিন্তু প্রসার। তাই এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গ্রাহকদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও কুশলাদির আদান-প্রদানও একটি ভালো ভূমিকা রাখে। গ্রাহকদের এটিও বোঝাতে হবে যে, আপনি ভালো মানের পণ্য বিক্রি করছেন এবং আপনি ইচ্ছা করলে তা বেছেও নিতে পারেন। এছাড়া প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে তা হল প্রতিষ্ঠানের একটি ভালো নাম দিতে হবে। আধুনিক, মার্জিত, রুচিবোধসম্পন্ন যে কোনও নামই গ্রাহকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে। নামের পাশাপাশি লোগো থাকাটাও জরুরি। এসবই আপনার প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করবে।

একেবারেই হতাশ হবেন না: ছোট-বড়-মাঝারি যে ব্যবসায়ীই হোক না কেন, ব্যবসায় কিন্তু ঝুঁকি থাকবেই। কোনও কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভেঙে না পড়ে ক্ষতির কারণ খুঁজে বের করতে হবে। ভবিষ্যতে যেন এ রকম না হয়, সেদিকে সচেতন হতে হবে। ব্যবসার ক্ষতি যেটা হয়ে গেছে, তা নিয়ে বেশি হতাশ না হয়ে কীভাবে নতুন করে ব্যবসা দাঁড় করানো যায়, সেদিকে মনোযোগী হতে হবে। কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলে পরিচিত বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের পরামর্শ নিতে পারেন।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১৬ মার্চ ২০১৭

TEAM target@ কেরিয়ার

শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর)
সালমা আহমেদ | বিপাশা চক্রবর্তী

কেরিয়ার

ফুটওয়্যার টেকনোলজি পড়ে ফ্যাশন দুনিয়ায় পা রাখুন

রাস্তায় চলতে গেলে বা পা রাখতে গেলে যে জিনিসটা না হলে আমাদের চলে না, তা হল জুতো। জামা-কাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশনের দুনিয়ায় এখন নানা ধরনের রং-বেরঙের জুতো তার নিজের জায়গা করে নিয়েছে। দোকান ছাড়াও এখন রাস্তার দু'ধারে ভিড় করে নিয়েছে ফ্যাশনেবল জুতোর সমাহার। অর্থনীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে জুতোর অবস্থান কিন্তু বেশ উঁচুর দিকে। জুতো উৎপাদনের নিরিখে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। যদিও এ দেশে প্রতিবছর যে পরিমাণ জুতো উৎপাদিত হয়, তার ৯০ শতাংশ বিক্রি হয়ে যায় দেশীয় বাজারে। বাকি ১০ শতাংশের মতো রপ্তানি হয় ব্রিটেন, স্পেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

এত বিভিন্ন ধরনের ও চাহিদামাফিক জুতো উৎপাদনের জন্য জুতো প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে নিত্যনতুন ডিজাইন উদ্ভাবনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। যার ফলে, দক্ষ কর্মীর চাহিদা থাকে সারা বছর। কেবল চাকরি নয়, জুতো উৎপাদনের খুঁটিনাটি শিখে শুরু করা যায় নিজের ব্যবসা। সেই খুঁটিনাটি বিষয়ই জানা যায়, ফুটওয়্যার টেকনোলজি বিবিধ কোর্স।

কোথায় পড়বেন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেন্ট্রাল ফুটওয়্যার ট্রেনিং সেন্টারে ফুটওয়্যার টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়। কোর্সের মেয়াদ তিন বছর।

কারা পড়বেন: ওয়েস্টবেঙ্গল পলিটেকনিক বা জেক্সপো এবং ভোকলেটে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হয়। আসনসংখ্যা ৬০। কোর্স ফি: মাসে ৫০ টাকা। ভর্তির সময় এককালীন ২০০ টাকা জমা দিতে হয়। এছাড়া সেশন চার্জ হিসাবে ৫০ টাকা কশান ডিপোজিট হিসাবে ৩৫ টাকা ভর্তির সময়ই জমা দিতে হয়।

যোগাযোগ: সেন্ট্রাল ফুটওয়্যার ট্রেনিং সেন্টার, ফণিভূষণ পাঠক রোড, পোস্ট পূর্ব নিশিন্তপুর, পূজালি, বজবজ, কলকাতা ৭০০১৩৮। ফোন: (০৩৩) ২৪৮২-০৪৫৩। ওয়েবসাইট: cftc.org.in

স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ফুটওয়্যার ডিজাইনিং অ্যান্ড প্রোডাকশন পড়ানো হয় কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনস্থ ফুটওয়্যার ডিজাইনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে। এখানে ভর্তির জন্য ফেব্রুয়ারি থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।

কারা পড়বেন: জয়েন্ট এন্ট্রান্স, আইআইটি অথবা সমতুল পরীক্ষায় র‍্যাঙ্ক থাকলে স্নাতক স্তরে এবং ক্যাট, ম্যাট বা সমতুল পরীক্ষায় র‍্যাঙ্ক থাকলে স্নাতকোত্তরে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আবেদন করা যায়। প্রবেশিকা পরীক্ষাটি (এআইএসটি) জাতীয় স্তরের। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় স্তরেই ৩০টি করে আসন রয়েছে।

কোর্স ফি: স্নাতক স্তরে প্রতি সেমিস্টারের জন্য ৫৬,০০০ টাকা করে মোট ৩,৩৬,০০০ টাকা। স্নাতকোত্তরে প্রতি সেমিস্টারের জন্য ৭১,০০০ টাকা করে মোট ২,৮৪,০০০ টাকা। এছাড়া ভর্তির সময়ে এককালীন ১৫,৫০০

টাকা দিতে হয় যার মধ্যে ফেরতযোগ্য সিকিউরিটি অ্যামাউন্ট ১০,০০০ টাকা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন ফুটওয়্যার ডিজাইনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের নিজস্ব এই ওয়েবসাইট: fddindia.com

কেন্দ্রীয় সরকারের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ দফতরের অধীনস্থ, চেন্নাইয়ের সেন্ট্রাল ফুটওয়্যার টেকনোলজির সার্টিফিকেট কোর্স। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে থাকলে ভর্তির জন্য আবেদন করা যায়। পড়ার খরচ ৪৪,০০০ টাকা। আসনসংখ্যা ৬০।

এছাড়াও এই একই প্রতিষ্ঠানে পড়া যায় ফুটওয়্যার টেকনোলজির স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স। এই কোর্সটির মেয়াদও এক বছর। যে কোনও শাখার স্নাতক হলেই আবেদন করা যায়। পড়ার খরচ ৬২,০০০ টাকা। আসনসংখ্যা ৬০।

আগ্রহীরা দেখতে পারেন সেন্ট্রাল ফুটওয়্যার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ওয়েবসাইট: cftichennai.in

কাজের সুযোগ: পড়াশোনার পর ডিজাইনিং বা নকশা নির্মাণ এবং প্রোডাকশন বা জুতো তৈরি—এই দু'টি বিভাগেই চাকরি পাওয়া যায়।

৩টি ভয় আপনার ব্যর্থতার কারণ হতে পারে

সকল মানুষই জীবনে সফল হতে চায়। তবে যেসকল মানুষ নিজের জীবনে কোনওভাবে সফলতা লাভ করতে পারেননি, তাঁদের জীবন খুব তাড়াতাড়ি ব্যর্থতায় পরিণত হয়। যে কাজেই হাত দেন তাঁরা, ব্যর্থ হন। না তাঁদের দিয়ে ব্যবসা হয়, না টেকে কোনও চাকরি। চতুর্দিক থেকে ব্যর্থতার ধিক্কার তাঁদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

কিন্তু এর মানে কী এই যে, তাঁদের মেধা নেই? মেধা সব মানুষেরই আছে। কেউ তা কাজে লাগাতে পারেন আর কেউ পারেন না। আপনি নিজেই হয়তো নিজেকে পিছনে টানছেন, এগিয়ে যেতে দিচ্ছেন না। অবাক হচ্ছেন? জেনে নিন, কীভাবে আপনি নিজেই নিজের সফলতাকে বাধাপ্রাপ্ত করছেন।

ব্যর্থতার ভয়

আপনি যদি সারাক্ষণ ভয়েই থাকেন যে, আপনি ব্যর্থ হবেন তাহলে আপনি এগোতে পারবেন না। আপনাকে সাহস করে ঝুঁকি নিতে হবে। না হলে যেমন ব্যবসা করা যাবে না তেমনি করা যাবে না চাকরিও। অনেকে মনে করেন, চাকরিতে কোনও ঝুঁকি নেই। আসলে তা নয়। চাকরিক্ষেত্রেও নিজেকে প্রমাণ করতে অনেক কাজ নিজেই সাহসের সঙ্গে এগিয়ে করতে হয়। না হলে থমকে থাকে কেরিয়ার। অনেক সময় হতে হয় চাকরিচ্যুত।

সময় চলে যাওয়ার ভয়

আপনার মধ্যে সব সময় একটা ভয় কাজ করে, আপনি ভাবেন এক্ষুনি কাজটা না করলে হয়তো আর করা হবে না। এক্ষেত্রে আপনি পরিস্থিতিকে বিবেচনা করতে ভুলে যান। আপনার অভ্যন্তরীণ গতি সময়কে অতিক্রম করে যায়। শান্ত হন। ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন।

পরিবর্তনের ভয়

আপনি অবাক হবেন এটা জেনে যে, আপনি নিজেই চান না সফল হতে। আপনার মধ্যে পরিবর্তনের ভয় কাজ করে। সফল হতে হলে আপনাকে নিজের জীবনের অনেক কিছুই বদলে ফেলতে হবে। অনেক অনিয়ম ত্যাগ করতে হবে। আপনি এই বদল মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু শ্রম না দিলে, কাজ অনুযায়ী পালটে না গেলে কী করে আসবে সফলতা?

কেরিয়ার তথ্য

ইউপিএসসি

এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে ভর্তির জন্য ডিফেন্স সার্ভিস পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় এই তিন বিষয়ে ইংলিশ, জেনারেল নলেজ, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স। প্রতি পেপার ১০০ নম্বরের। সময় ২ ঘণ্টা করে। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ টাইপের। এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্সে থাকবে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি ও রাশিবিজ্ঞানের ওপর মাধ্যমিক মানের প্রশ্ন। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে ৩০০ নম্বরের ইন্টারভিউ। ওয়েবসাইট: www.upsc.gov.in

নেট/সেট

সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) নেট পরীক্ষাটি নেওয়া হয় এই সব বিষয়ে: ১) কেমিক্যাল সায়েন্সেস, ২) আর্থ অ্যাটমোস্ফেরিক, ওশান অ্যান্ড প্ল্যানেটারি সায়েন্সেস, ৩) আর্থ অ্যাটমোস্ফেরিক, ৪) ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সেস, ৫) ফিজিক্যাল সায়েন্সেস।

কেমিক্যাল সায়েন্স, লাইফ সায়েন্স, ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্স, ফিজিক্যাল সায়েন্স, আর্থ সায়েন্সের মাস্টার্স ডিগ্রিধারীরা এবং বিএস (৪ বছরের) বিই, বিটেক, বি-ফার্মা, এমবিবিএস, ইন্টিগ্রেটেড বিএস-এম বা সমতুল ডিগ্রিধারীরা মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকলে এই পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারেন। এই নম্বর নিয়ে বিএসসি (অনার্স) বা সমতুল ডিগ্রি পাস করে থাকলে অথবা ইন্টিগ্রেটেড এমএস পিএইচডি কোর্সে নথিভুক্ত হয়ে থাকলেও আবেদন করতে পারেন। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলেই আবেদন করতে পারবেন। সব ক্ষেত্রেই ব্যাচেলর ডিগ্রিধারী এই নেট পরীক্ষায় সফল হয়ে ২ বছরের মধ্যে পিএইচডি বা ইন্টিগ্রেটেড পিএইচডি কোর্সে নথিভুক্ত হলে তবেই ফেলোশিপ পাবেন। পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা ১৯৯১-র ১৯ সেপ্টেম্বরের আগে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়ে থাকলে শুধুমাত্র লেকচারশিপের জন্য আবেদনের যোগ্য। যাঁরা মাস্টার্স ডিগ্রির ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন বা দিয়েছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ফল বেরতে দেরি আছে, এই মর্মে নির্দিষ্ট বয়ানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দেওয়া সার্টিফিকেট দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন। ওয়েবসাইট: www.csirbrdg.res.in

এমএসসি কোর্স

বেঙ্গালুরুর ইনস্টিটিউট অব বায়োইনফর্মেটিক্স ও অ্যাপ্লায়েড বায়োটেকনোলজির এমএসসি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যে কোনও বিষয়ে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। বিষয়গুলি হল: লাইফ সায়েন্স, বায়োটেকনোলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স, এগ্রিকালচার, মেডিসিন, ডেন্টিস্ট্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনও শাখা। কোর্সটি ইউনিভার্সিটি অব মাইসোর দ্বারা স্বীকৃত। খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.ibab.ac.in

অক্সিলিয়ারি নার্সিং

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর কর্তৃক আয়োজিত অক্সিলিয়ারি নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তি হতে চাইলে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে থাকলেই এই কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখবেন, শুধুমাত্র বিবাহিত, বিবাহবিচ্ছিন্না বা বিধবা মহিলা প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট জেলার যে আরবান লোকাল বডি বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বরোর জন্য আবেদন করবেন, প্রার্থীকে অবশ্যই সেই আরবান লোকাল বডি বা বরোর স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। কোর্সটির মেয়াদ ২ বছর। সফলভাবে কোর্স সম্পূর্ণ করার পর ন্যাশনাল আরবান হেল্‌থ মিশনের অধীনস্থ রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চাকরির সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়েবসাইট: www.wbhealth.gov.in

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৬ মার্চ ২০১৭

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে অনায়াসেই কেরিয়ার তৈরি করা যেতে পারে

বর্তমান বিশ্বে ফলিত বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিকাশমান বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাঁচামালকে পরিশোধন বা বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করে তোলাই হল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। সময়ের চাহিদা বিবেচনায় প্রকৌশল বিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা আগে যেমন ছিল তেমনি ভবিষ্যতেও থাকবে এ কথা বলা যায়। কারণ, আধুনিক যুগে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের বা জিনিসপত্রের চাহিদা পূরণের পরিপ্রেক্ষিতে দিন দিন গড়ে উঠছে অসংখ্য শিল্প-কারখানা। আর এসব শিল্প-কারখানায় শিল্পপণ্য তৈরির পেছনে কাজ করছেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা।

বেশিরভাগ মানুষেরই ধারণা, কেমিস্ট্রি আর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রায় একই জিনিস। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর কেমিস্ট্রি মোটেও এক জিনিস নয়। একজন কেমিস্ট মূলত কাজ করেন ল্যাবে, তার কাজ রসায়নের বিভিন্ন মৌল-যৌগের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াকৌশল নিয়ে। অন্যদিকে একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ প্রধানত ইন্ডাস্ট্রিতে। কেমিস্ট তার ল্যাবে স্বল্প পরিসরে যে প্রক্রিয়া ঘটান, সেটিকে একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নিয়ন্ত্রিত ও শিল্পসম্মত উপায়ে ইন্ডাস্ট্রির প্লান্টে ঘটান।

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মূলত পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র আর লাইফ সায়েন্স, অর্থাৎ জৈব রসায়ন, অণুপ্রাণবিজ্ঞান ও প্রাণরসায়নকে সঙ্গে নিয়ে কীভাবে অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাজনকভাবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করা যায়, তা নিয়ে কাজ করে। ভুরি ভুরি বিক্রিয়া নয়, বরং চেনা জানার, চোখের সামনে থেকেও আড়ালে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়েই কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গবেষণা।

একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার খুব ভালো করেই জানেন, কী করে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টন উৎপাদন করা যায়! সেই উৎপাদন তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় হিসাব, রি-অ্যাক্টর ডিজাইন করা, বাজেট করা– সবই তিনি করতে পারেন। এক হিসাবে, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে প্রোসেস ইঞ্জিনিয়ার বা প্রক্রিয়াকৌশলীও বলা চলে। কারণ, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আসলে যা করা হয়, তা হল সুবিধাজনক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার উপযোগী উৎপাদন তৈরি। তার কাজ হল বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে সবচেয়ে সুবিধাজনক প্রসেসটি খুঁজে বের করা! কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মূলত Physics, Chemistry, Life Science (biology, microbiology, biochemistry) এর সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাজনক উপায়ে কাঁচামাল থেকে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী তৈরির প্রক্রিয়া।

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ কী:

নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পপণ্য মানুষের ব্যবহার উপযোগী করাই মূলত কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ। তাদের অন্যতম কাজ হচ্ছে পণ্যের প্রোসেস ডেভেলপমেন্ট, প্ল্যান্ট ডিজাইন, অপারেশন মেইনটেন্যান্স ও ট্রাবল স্যুটিং করা। তা ছাড়া কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নেও কাজ করেন। অপরদিকে কৃষিভিত্তিক আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সার ও উন্নত কীটনাশক উৎপাদনেও রয়েছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া যে কোনও ইন্ডাস্ট্রি চালানো অসম্ভব। যে কোনও ইন্ডাস্ট্রির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল কন্ট্রোল সিস্টেম। আর এই কন্ট্রোল সিস্টেমটি পরিচালিত হয় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা।

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মক্ষেত্র

আধুনিক বিজ্ঞানের একটা বিশাল সেক্টর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। পড়াশোনার সুযোগ যেমন বিশাল তেমনই রয়েছে গবেষণারও অনেক সুযোগ। এখানে পাবেন Heat Transfer, Mass Transfer-এর মতো ইন্টারেস্টিং বিষয় সম্পর্কে জানার সুযোগ, তেমনি পাবেন সুবর্ণ এক ভবিষ্যতের হাতছানি। আর যদি ভালো না লাগে, তবে দেখতে পারেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রগুলো। ইচ্ছে থাকলে আপনিও হয়ে যেতে পারেন একজন Nuclear Engineer; তৈরি করতে পারেন পারমানবিক বোমা অথবা হতে পারেন biomedical Engineer. গবেষণা করতে পারেন জটিল জিনগত রোগ বা এইডস/ক্যানসার/ডায়াবেটিস নিয়ে। আবার চাইলে চলে যেতে পারেন pharmaceuticals-এ বা টেক্সটাইল সেক্টরেও। এসবের সূচনা হবে কেমিক্যালের হাত ধরে।

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ মূলত ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে। তারা সাধারণত নিম্নোক্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কাজ করে থাকেন।

সার কারখানা, পেপার মিল, সুগার মিল, গ্লাস ও সিরামিক শিল্প, পেইন্টস কারখানা, ওষুধ শিল্প, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ কোম্পানি, টেক্সটাইল কোম্পানি, কসমেটিকস কোম্পানি, পেট্রোলিয়াম কোম্পানি, পারমাণবিক প্ল্যান্ট, সিমেন্ট কারখানা, তেল উত্তোলন ও পরিশোধন, ট্যানারি শিল্প, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ।

রসায়নে আমরা দেখি যে একটি কেমিক্যালের সঙ্গে আর একটি কেমিক্যাল মিশে একটি নতুন কেমিক্যাল তৈরি হচ্ছে। এই যে নতুন কেমিক্যাল তৈরি হল সেটার কোনও ব্যবহারিক মূল্য থাকতে পারে। এই কেমিক্যালটি কীভাবে তৈরি করা যাবে, কোন যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করা যাবে, যে পদার্থগুলি দিয়ে তৈরি হবে তার ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম কী হবে, রসায়ন পদ্ধতির তাপমাত্রা কতটা হওয়া চাই, কত কম খরচে এই কেমিক্যালটি তৈরি করা যাবে, কত উন্নত পদ্ধতির সাহায্যে এটা তৈরি হবে– এসবই হল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অঙ্গ। দেখতে গেলে দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু ব্যবহার করি সেগুলি প্রস্তুত করার পেছনে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের হাত রয়েছে।

বেশিরভাগ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি এবং পেট্রোকেমিক্যাল সংস্থায় চাকরি করে। এছাড়া, ফার্টিলাইজার, সিমেন্ট, পেপার, ফার্মাসিউটিক্যাল, ডাই, অর্গানিক এবং ইনঅর্গানিক সংস্থাতেও কাজের সুযোগ রয়েছে এদের।

রাজ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (২৪১৪-৬৩৭৮), আইআইটি খড়্গপুর (+৯১-৩২২২-২৮২২৪৯), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (www.caluniv.ac.in, ফোন: ২৩৫০-৯৯৩৭/৮৩৮৬) এনআইটি দুর্গাপুর (www.nitdgp.ac.in, ফোন: +৯১৩৪৩২৫৪৬৩৯৭), হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (www.heritageit.edu, ফোন: ২৪৪৩-০৪৫৪/৫৬/৫৭), হলদিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়া যায়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে যেখানে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষা দিয়ে হয় রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বা সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হওয়া যায় সেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিটেক করতে ফিজিক্স এবং ম্যাথামেটিক্স সহ কেমিস্ট্রি অনার্স পাস করতে হবে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে এমটেক এবং পিএইচডি-ও করা যায়। রাজ্যের বাইরে অধিকাংশ আইআইটি, এনআইটি (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি), বিআইটিএস পিলানি (www.bits-pilani.ac.in), ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল টেকনোলজি মুম্বই (www.ictmumbai.edu.in) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন কোর্স রয়েছে। আইআইএসসি, বেঙ্গালুরুতে এই বিষয়ে উচ্চশিক্ষা [এমই, এমএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং), পিএইচডি] করতে পারে ছাত্রছাত্রীরা। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এমনই একটি বিষয় যেটার থেকে অন্য অনেক বিষয়ে উচ্চশিক্ষা করা যায়। যেমন, স্নাতক স্তরে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পর স্নাতকোত্তর স্তরে বায়োটেকনোলজি, ন্যানোটেকনোলজি, ফুড টেকনোলজি, কম্বাসশন ইঞ্জিনিয়ারিং, সেরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পেপার টেকনোলজির মতো বিষয় নিয়ে পড়া যায়। বিদেশেও বায়োটেকনোলজি, এনভায়রনমেন্টাল কন্ট্রোল, পলিউশন, ন্যানোটেকনোলজি নিয়ে গবেষণা করা যায়।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৬ মার্চ ২০১৭

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজ-খবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল:

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com

পেশা যখন

টেক্সটাইল টেকনোলজি

টেক্সটাইল টেকনোলজি কী ও কেন

শিল্প প্রতিষ্ঠানের সব ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। একসময় যেখানে তাঁতে বুনে কাপড় তৈরি করা হতো, এখন আর সেভাবে কাপড় তৈরি করে চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না। কারণ এর পুরো প্রক্রিয়াটাই ব্যাপক সময়নির্ভর। তাই এখানেও মানুষ সাহায্য নিচ্ছে যন্ত্রের। সুতো থেকে পোশাক বানানোর এই প্রযুক্তিনির্ভর পুরো প্রক্রিয়াটিই টেক্সটাইল টেকনোলজির বিষয়। যে কোনও আঁশ থেকে সুতো, বস্ত্র এবং রঙের মিশেল অধিকতর উপযোগী জিনিস বানানোর যে প্রযুক্তি এককথায় তাই হল টেক্সটাইল টেকনোলজি। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বর্তমান সময়ের অনেকের কাছেই একটি পছন্দের বিষয় এবং ইদানীংকালে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী বর্তমানে এই বিষয়ে বিদ্যাঅর্জনে আগ্রহী। বলাই বাহুল্য পোশাক রপ্তানি আমাদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস।

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং মূলত ৪টি বেসিক প্রক্রিয়ার সমন্বয়। প্রক্রিয়াগুলো হল:

ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং (স্পিনিং): আমরা সবাই জানি যে, একটা পোশাকের মূল উপাদান হল সুতো এবং এই ধাপে প্রধানত কীভাবে ভালো মানের সুতো তৈরি করে একটি ফ্যাশনেবল পোশাক বা যে কোনও ধরনের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট তৈরি করা যায়, সেটা নিয়ে বিশদভাবে কাজ করা হয়।

ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং (নিটিং): এই ধাপে মূলত সুতো থেকে কাপড় তৈরির কাজ করা হয় এবং বেশ কিছু জটিল ধাপ অতিক্রম করে একটি কোয়ালিটিফুল কাপড় উৎপাদন করাই এই ধাপের উদ্দেশ্য।

ওয়েট প্রোসেসিং (ডাইং): এই ধাপে কাপড়কে পছন্দের রং দেওয়া হয় এবং অত্যন্ত নিখুঁতভাবে কাজটি করা হয় যেন কাপড়ের সঙ্গে রঙের যে মিশেল সেটা অত্যন্ত টেকসই এবং গুণসম্পন্ন হয়। এই ধাপ মূলত রাসায়নিক প্রযুক্তি নির্ভর বলে এটাকে অনেকে টেক্সটাইল কেমিস্ট্রি বলেও আখ্যায়িত করেন।

গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং: উপরোক্ত তিনটি ধাপ অতিক্রম করার পর এই ধাপে মূলত sampling, fabric spreading, cutting, sewing, washing(if necessary), finishing. করা হয় এবং যে তৈরি পোশাক আমরা পরি, সেটার কাপড় থেকে পুরো ফিনিশিং প্রোসেস পর্যন্ত ধাপগুলোতে গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারারদের অবদান রয়েছে।

এখন শুধু পোশাক বানিয়ে বসে থাকলে হবে না বরং এর জন্য দরকার ব্র্যান্ডিং এবং তৈরি পোশাককে বিদেশের মাটিতে উপস্থাপন করা। এই তৈরি পোশাককে ফ্যাশনেবল করা এবং একটি সুন্দর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যথাযথ সময়ের মধ্যে রপ্তানি করার জন্য টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আরও দু'টি শাখা জড়িত আর তা হল–

ফ্যাশন ডিজাইনিং: এই বিষয়ে সবারই কমবেশি ধারণা আছে।

টেক্সটাইল ম্যানেজমেন্ট: গোটা টেক্সটাইল প্রোসেস সম্পন্ন করার পর সেটাকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রপ্তানি করে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেবার মধ্যবর্তী সময়ে যে ধাপগুলো অতিক্রম করতে হয় সেই ধাপগুলোই এই বিভাগের উপজীব্য বিষয়। production process, supervision, quality controlling, inventory process, monitoring, facilitating marketing process সহ আরও বিষয়গুলো এই বিভাগের সঙ্গে জড়িত।

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ কী

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে সম্পূর্ণ ম্যানুফ্যাকচারিং বেসড একটি প্রোসেস যেখানে একজন ইঞ্জিনিয়ারকে মেশিন সেটআপ থেকে শুরু করে প্রসেস কন্ট্রোল, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, গিয়ার মেকানিজম এবং মেইন্টেনেন্স নিয়ে কাজ করতে হয়। স্পিনিংয়ের ইঞ্জিনিয়ারদের প্রোগ্রাম ইনপুট দেওয়া জানতে হয়। ওয়েট প্রোসেসিং ইঞ্জিনিয়ারদের প্রথম সারির কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে হয়। নাসার বিজ্ঞানিরা যাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ মহাকাশে মানুষ পাঠানোর কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরা অসংখ্য টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের গবেষণায় নিযুক্ত করে স্পেস স্যুট এবং ন্যানোফাইবার, কার্বন ফাইবারের শিল্ড তৈরির জন্য। শুধু তাই নয়, কাপড়ের মান, রঙের ধরন, রঙের স্থায়িত্ব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত করাও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ।

কাপড় দু'ধরনের হয়। এক, যেগুলি আমরা পরিধেয় হিসাবে ব্যবহার করি। এগুলি অ্যাপারেল টেক্সটাইলের অন্তর্গত। আর অন্যটি হল, টেকনিক্যাল টেক্সটাইল যার মধ্যে পড়ে মেডিক্যাল টেক্সটাইল (চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কাপড়), অ্যাগ্রো টেক্সটাইল (কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কাপড়), জিয়োটেক্সটাইলের মতো নানা ধরনের উন্নত মানের কাপড়। বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে নানা ধরনের কাপড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় টেক্সটাইল টেকনোলজিস্ট বা ইঞ্জিনিয়ারদের। এই বিষয় পড়ে টেক্সটাইল মিল, এক্সপোর্ট হাউস, টেক্সটাইল ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিং সংস্থা ছাড়াও খাদি, হ্যান্ডলুম, জুট তৈরির সংস্থায় চাকরি পাওয়া যায়।

রাজ্যে গভর্নমেন্ট কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেক্সটাইল টেকনোলজি, বহরমপুরে (http://gcettb.org.in/) টেক্সটাইল টেকনোলজিতে চার বছরের বিটেক ডিগ্রি কোর্স করা যায়। এই একই নামের আর একটি কলেজ রয়েছে শ্রীরামপুরে (জিসিইটিটিএস, http://www.gcetts.org/)। এখানেও টেক্সটাইল টেকনোলজিতে বিটেক কোর্স আছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের বিটেক কোর্সে ভর্তি হতে ওয়েস্টবেঙ্গল জয়েন্ট্র এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে হয়। জিসিইটিটিএস-এ টেক্সটাইল টেকনোলজি ছাড়াও কেমিক্যাল প্রসেসিং অব টেক্সটাইলসের ওপর এমটেক করা যায়। এছাড়া ইনস্টিটিউট অব জুট টেকনোলজিতে (www.ijtindia.org) জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজিতে বিটেক পড়ায়। টেক্সটাইল টেকনোলজির সঙ্গে এর অনেক মিল রয়েছে। এছাড়া এখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এমটেকও পড়া যায়। স্পেশালাইজেশন করা যায় টেকনিক্যাল টেক্সটাইলস-এ।

রাজ্যের বাইরেও নানা প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ে কোর্স রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটির নাম এখানে দেওয়া হল। আইআইটি দিল্লিতে (www.iitd.ac.in/) টেক্সটাইল টেকনোলজিতে চার বছরের বিটেক, দু'বছরের এমটেক এবং পিএইচডি করা যায়। এনআইটি, জলন্দর-এ (http://tt.nitj.ac.in/) এই বিষয়ে বিটেক, এমটেক ও পিএইচডি করা যায়। ভিওয়ানির দ্য টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল অ্যান্ড সায়েন্সেস-এ (www.titsbhiwani.org) স্নাতক স্তরে টেক্সটাইল টেকনোলজি এবং টেক্সটাইল কেমিস্ট্রিতে বিটেক কোর্স রয়েছে। এরপর স্নাতকোত্তর স্তরে টেক্সটাইল টেকনোলজির ওপর এমটেক করতে পারে ছেলেমেয়েরা। কোয়েম্বাটুরের পিএসজি কলেজ অব টেকনোলজিতে (www.psgtech.edu) এই বিষয়ে পূর্ণ সময়ের এবং পার্ট টাইমে বিটেক, এমটেক এবং পিএইচডি করা যায়। উচ্চশিক্ষার সময় টেক্সটাইল টেকনোলজি ছাড়াও টেক্সটাইল কেমিস্ট্রি বা কেমিক্যাল প্রোসেসিং, ফাইবার টেকনোলজি ওপর স্পেশালাইজেশন করা যায়।

অনেক প্রতিষ্ঠানে ফ্যাশন টেকনোলজি বা গার্মেন্ট টেকনোলজির মতো বিষয়ে মাস্টার্স পড়ায়। টেক্সটাইল টেকনোলজিতে বিটেক থাকলে এই সব কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। যাঁরা স্নাতক স্তরের পর অন্য কোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়তে চায়, তারা আইটি, ম্যানেজমেন্ট কিংবা সফটওয়্যার নিয়ে উচ্চশিক্ষা করতে পারে।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৬ মার্চ ২০১৭

বিউটি পার্লারের ব্যবসা

সালমা আহমেদ

আজকাল ছোট-বড় গ্রাম-শহর এমনকী বিভিন্ন মার্কেটে বিভিন্ন নামের পার্লারের দোকান দেখা যায়। এইসব পার্লারে নানা বয়সের মেয়েরা নানারকম কাজ করে থাকে। যেমন, কনে সাজানো, চুল কাটা,ওয়াক্সিং, ভ্রূ প্লাক করা ইত্যাদি। এই কাজের বিনিময়ে তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাও নিয়ে থাকে। সাধারণত বিয়ে, জন্মদিন, নানারকম উৎসব অনুষ্ঠানে এসব পার্লারে বেশ ভিড় দেখা যায়। এমনকী এখন আমাদের কিছু কিছু পার্লার আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃতি পাচ্ছে।

আমরা সবাই চাই নিজের চেহারাকে সুন্দরভাবে দেখতে। আমাদের নারীরা এখন সৌন্দর্য সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন। তাই এক্ষেত্রে বিউটি পার্লার প্রায় সব নারীর কাছেই একটি পরিচিত ও জনপ্রিয় স্থান।

এখন একটি ভ্রাম্যমাণ বিউটি পার্লারে উপকরণ কেনা থেকে শুরু করে ক্রেতাদের নানা ধরনের সেবা দান করা পর্যন্ত যা যা কাজ হয় তার লাভ-ক্ষতির একটি সাধারণ ধারণা করা যাক।

উপকরণ কেনার খরচ:

কাঁচি (১টি): ৪০.০০ টাকা
কনে সাজানো চিরুনি (১টি): ২০.০০ টাকা
হেয়ার ড্রায়ার (১টি): ১৫০.০০ টাকা
রোলার চিরুনি (১টি): ৪০.০০ টাকা
তোয়ালে (১টি): ৫০.০০ টাকা
ন্যাপকিন (২টি): ১০.০০ টাকা
হেয়ার স্প্রে (১টি): ৪৫.০০ টাকা
আয়না (১টি): ১০০.০০ টাকা
ব্রন স্টিক (১টি): ।০.০০ টাকা
প্লাস্টিক বাটি (২টি): ১০.০০ টাকা
ব্লাশঅন সেট (১টি): ৮০.০০ টাকা
ব্রাশ (১টি): ২৫.০০ টাকা
নেইল কাটার (১টি): ২৫.০০ টাকা
মোট: ৬৮৫.০০ টাকা

নিয়মিত জিনিস কেনার খরচ
সুতো (৫টি): ২৫.০০ টাকা
পাউডার (১টি): ২৫.০০ টাকা
ফেসিয়াল প্যাক (১টি): ১০০.০০ টাকা
ফাউন্ডেশন (১টি): ১৫০.০০ টাকা
মেহেন্দি (২টি): ৫০.০০ টাকা
হেয়ার স্প্রে (১টি): ১০০.০০ টাকা
শ্যাম্পু (১টি): ১০০.০০ টাকা
হেনা প্যাক (১ প্যাকেট): ১৫০.০০ টাকা
ব্লিচ ক্রিম (১টি): ১২০.০০ টাকা
লিপ লাইনার (১টি): ২৫.০০ টাকা
লিপস্টিক (৩টি): ৩০০.০০ টাকা
ক্রিম (১টি): ২৫.০০ টাকা
টিপ (১ পাতা): ৩০.০০ টাকা
ক্লিপ (৪ ডজন): ২০.০০ টাকা
মোট: ১২২০.০০ টাকা

মাসিক আয়ের পরিমাণ

কাজের বিবরণ সেবার নাম পরিমাণ (মাসে) দাম (টাকা)আয়(টাকা)
চুল কাটা-ইউ শেপ (১০টি x ২০.০০) = ২০০.০০ টাকা
ব্লান্ট কাট (২টি x ৪০.০০) = ৮০.০০
লেয়ার কাট (১টি x ৪০.০০) = ৪০.০০ টাকা
বয় কাট (১টি x ৪০.০০) = ৪০.০০ টাকা
স্টেপ কাট (১টি x ৪০.০০) = ৪০.০০ টাকা
ফেসিয়াল (৩টি x ১০০.০০) = ৩০০.০০ টাকা
পার্টি মেকআপ (১টি x ১০০.০০) = ১০০.০০ টাকা
হেনা করা (২টি x ১০০.০০) = ২০০.০০ টাকা
ভ্রূ প্লাগ (১০০টি x ১৫.০০) = ১৫০০.০০ টাকা
আপার লিপ (২টি x ১০.০০) = ২০.০০ টাকা
কনে সাজানো (১টি x ৬০০.০০) = ৬০০.০০ টাকা
পেডি কিওর ও মেনি কিওর (৪টি x ১৫০) = ৬০০.০০
মোট টাকা ৩,৪৭০.০০
এই হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে–

নিয়মিত জিনিস কেনার খরচ = ১২২০.০০ টাকা
পরিবহণ খরচ= ২০০.০০ টাকা
মোট =১৪২০.০০ টাকা
অতএব মাসিক আয় হবে = ৩৪৭০-১৪২০ = ২০৫০ টাকা

বিউটি পার্লার ব্যবসার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী

আসলে এই ব্যবসায় সুবিধার পাশাপাশি কিছু সমস্যাও আছে

সুবিধাসমূহ:

এই ব্যবসার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যাঁরা সবসময় শহরের পার্লারে গিয়ে সাজতে পারেন না তাঁরা কম খরচে ভ্রাম্যমাণ বিউটি পার্লারে যেতে পারেন।

এই ব্যবসা বেকার মহিলা বা কিশোরীদের কর্মসংস্থানের একটি সুন্দর উপায় হতে পারে।

এই ব্যবসার জন্য দরকারি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালগুলো একবার কিনলে প্রায় ৫ থেকে ৬ মাস ব্যবহার করা যায়।

বিউটি পার্লারের ব্যবসাটি একটি লাভজনক ও সম্ভাবনাময় ব্যবসা।

অনেক সময় ঘরের গৃহিণীরা সময় করে উঠতে পারেন না ঘরের বাইরে গিয়ে পার্লারের সার্ভিস নিতে। এক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ পার্লার নানা সুবিধা দিতে পারে।

সাধারণত বিউটি পার্লারে সব ধরনের সেবার জন্য বেশি দাম নেওয়া হয়। কারণ, পার্লারের স্থাপনার জন্য অনেক খরচ হয়। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ পার্লারের সেই খরচ নেই। সুতরাং সার্ভিস কম দামে দেওয়া সম্ভব।

ভ্রাম্যমাণ বিউটি পার্লারে কম মূলধন বিনিয়োগ করলেই চলে আর সে তুলনায় লাভ আসে অনেক বেশি।

কসমেটিক্সের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা স্থানীয়ভাবে কেনা যায়। তাতে পরিবহণ খরচও কম হয়।

অসুবিধাসমূহ: ১) এলাকায় যদি ভালো বিউটি পার্লার থেকে থাকে তাহলে কাস্টমারের আস্থা অর্জন করতে সময় লাগতে পারে। ২) কাস্টমারকে ভালো ব্যবহার ও উন্নত সেবার সার্ভিস না দিতে পারলে ব্যবসা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন হতে পারে। ৩) কসমেটিক্সের মান ভালো না হলে প্রচার বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। ৪) প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবসার প্রচার ও প্রসারের জন্য বেশি সময় ও ভালো সার্ভিস দিতে হবে। তাহলে পরবর্তীতে ব্যবসাটিতে সুবিধা হবে।

গিফট প্যাকিংয়ের মেশিনের মাধ্যমে আয়

বর্তমান যুগে গিফট প্যাকিংও একটি আলাদা মাত্রা পেয়েছে। অর্থাৎ পণ্যের মোড়ক কীরকম করলে ক্রেতাদের কাছে তা মনোগ্রাহী হয়ে উঠবে সেটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে পড়ে। পণ্যের মোড়ক যদি সুন্দর ও বিজ্ঞানসম্মত হয় সহজেই তা ক্রেতার সামনে তুলে ধরা যায়। নির্দিষ্ট মেশিনের মাধ্যমে যে কোনও পণ্যই প্যাকেটজাত করা সম্ভব।

কীভাবে করবেন: প্লাস্টিক রোল ছাপিয়ে তা প্রথমে মেশিনের নির্দিষ্ট জায়গায় লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর মেশিন চালু করলে ছাপানো ল্যামিনেটেড শিট ক্রমশ নিজে থেকে নীচের দিকে নেমে আসবে। এরপর পিছনের হপারে যে সমস্ত জিনিস প্যাকেটজাত করতে চান, নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওজনে প্যাকেটের মধ্যে ঢুকে যাবে এবং প্যাকেটটির মুখ বায়ুনিরোধক ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। মেশিনটি চালাতে মোটর লাগবে ১ হর্সপাওয়ার এবং বিদ্যুৎ লাগবে ২২০ ভোল্ট।

কোন মেশিনের কী দাম: এই মেশিনটির দাম নির্ভর করে কত ওজনের প্যাকেট বানাবেন তার ওপর। ১০০ থেকে ৩০০ গ্রাম ওজনের শুকনো পদার্থের প্যাকেট বানানোর মেশিনের দাম পড়বে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। ১০০ থেকে ৩০০ গ্রাম ওজনের তরল পদার্থের প্যাকেট বানানোর মেশিনের দাম পড়বে ২ লক্ষ টাকা।

মেশিন কোথায় পাবেন: মেশিন পাবেন এই ঠিকানায়: Bharat Machine Tools Industries, 61, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata 7000013. Phone: 2236-8015, 9432422086

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১৬ মার্চ ২০১৭

চাকরির খোঁজ-খবর

রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থায় ১১২ ইঞ্জিনিয়ার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে ১১২জন লোক নিচ্ছে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল): এআইসিটিই/আইআইটি-র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স (কম্বাইন্ড), পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪ বছরের পুরো সময়ের ডিগ্রি (বি ই/বি টেক/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্স পাস হলে আবেদন করতে পারেন। ফিজিক্সের বিএসসি অনার্স কোর্স পাস-রা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের বি টেক কোর্স পাস হলে আবেদনের যোগ্য। মূল মাইনে: ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা। গ্রেড ৫,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ৫৭টি (জেনারেল ৩১, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি-এ ক্যাটেগরি ৬, ওবিসি- বি ক্যাটেগরি ৪)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): এআইসিটিই/আইআইটি-র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা, কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪ বছরের পুরো সময়ের ডিগ্রি (বি ই/বি টেক/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্স পাস হলে আবেদন করতে পারেন। মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ: ৩৮টি (জেনারেল ২০, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি-এ ক্যাটেগরি ৩, ওবিসি-বি ক্যাটেগরি ৩, প্রতিবন্ধী ১)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (আইটি অ্যান্ড সি): এআইসিটিই/আইআইটি-র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইনফরমেশন টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪ বছরের পুরো সময়ের ডিগ্রি (বি ই/বি টেক/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্স পাস হলে আবেদন করতে পারেন। এমসিএ (পুরো সময়ের) কোর্স পাসরাও যোগ্য। ফিজিক্স নিয়ে বিএসসি অনার্স কোর্স পাস-রা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বি টেক কোর্স পাস হলেও যোগ্য। মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ: ১৭টি (জেনারেল ১০, তফসিলি জাতি ৪, ওবিসি-এ ক্যাটেগরি ২, ওবিসি-বি ক্যাটেগরি ১)।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১-১-২০১৬-র হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসি-রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। সরকারি নিয়মানুযায়ী তফসিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য যথারীতি শূন্যপদ সংরক্ষিত। শুরুতে ১ বছরের প্রোবেশন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: MPP/2017/01.

প্রার্থী বাছাই হবে ২০১৭ সালের গ্র্যাজুয়েট অ্যাপটিটিউড টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (GATE) পরীক্ষায় পাওয়া স্কোর দেখে। গেট পরীক্ষার স্কোরের জন্য থাকবে ১০০ নম্বর। আর ইন্টারভিউয়ের জন্য থাকবে ২৫ নম্বর।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড ওই পদে দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২৪ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে www.wbsedcl.in এজন্য বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার জেপিইজি ফরম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষাবাদ ৪০০ (তফসিলি, প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না) টাকা ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার চালানে জমা দেবেন। এজন্য চালানের ২ কপি প্রিন্ট করে নেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এবার ওই দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে। তখন সঙ্গে দেবেন: (১) WBSEDCLচালানের কপি, (২) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত নকল, (৩) এখনকার তোলা ১ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো (রেজিস্ট্রেশন স্লিপের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে)। দরখাস্ত পাঠাবেন সাধারণ ডাকে। পৌঁছনো চাই ৩১ মার্চের মধ্যে। এই ঠিকানায়: The Advertiser, Post Bag No. 781, Circus Avenue Post Office, Kolkata - 700017.

অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৯৮৪ নিয়োগ

দ্য নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৯৮৪জন লোক নিচ্ছে। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। মোট ৬০% (তফসিলি, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরাও আবেদনের যোগ্য। যে-রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন, সেই রাজ্যের রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০-৬-২০১৬-র হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসি-রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (তফসিলি হলে ১৫, ওবিসি হলে ১৩) বছর বয়সের ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ১৪,৪৩৫-৪০,০৮০ টাকা। শুরুতে মাইনে মাসে প্রায় ২৩,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৯৮৪টি।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। এজন্য প্রথমে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা হবে ২২ ও ২৩ এপ্রিল। এরপর হবে মেইন পরীক্ষা ২৩ মে। সফল হলে কম্পিউটার দক্ষতার পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ। শুরুতে ৬ মাসের প্রোবেশন। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৯ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.newinia.co.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে ফি পেমেন্ট চালান প্রিন্ট করে নেবেন। তখন পরীক্ষার ফি-বাবদ নির্দিষ্ট টাকা দিতে হবে। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ফোটো ও সিগনেচার আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। কোন রাজ্যের কটি শূন্যপদ, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি, পরীক্ষা ফি ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগে ৬৪ নিয়োগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্ধমান জেলা কৃষি বিভাগের অধীন এটিএমএ 'অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার' ও ব্লক 'টেকনোলজি ম্যানেজার' পদে ৬৪ জন লোক নিচ্ছে। এগ্রিকালচার বা, অ্যালায়েড সেক্টরের গ্র্যাজুয়েট বা, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটরা ব্লক 'টেকনোলজি ম্যানেজার' পদের জন্য যোগ্য। এগ্রিকালচার-সংক্রান্ত বিষয়ের কাজ করার ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পারিশ্রমিক মাসে ২৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ: বর্ধমান জেলার প্রতিটি ব্লকে ১৪টি (জেনারেল ৬, জেনারেল প্রতিবন্ধী ১, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ক্যাটেগরি ১, ওবিসি-বি ক্যাটেগরি ১)। পোস্ট কোড: 2.

এগ্রিকালচার, হার্টিকালচার, ইকনোমিক্স, মার্কেটিং, ভেটেনারি সায়েন্স, এএইচডি বা, ফিশারিজের গ্র্যাজুয়েট বা, পোস্ট-গ্রাজুয়েটরা 'অ্যাসিস্ট্যান্ট টেকনোলজি ম্যানেজার' পদের জন্য যোগ্য। ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। পারিশ্রমিক মাসে ১৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ বর্ধমান জেলার প্রতিটি ব্লকে ৫০টি (জেনারেল ২৫, জেনারেল প্রতিবন্ধী ২, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি-এ ক্যাটেগরি ৫, ওবিসি-বি ক্যাটেগরি ৪)। পোস্ট কোড: 3.

সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ২৮-২-২০১৭-র হিসাবে ৪৫ বছরের মধ্যে। চাকরি হবে চুক্তিতে। রাজ্য সরকারের নিয়মানুযায়ী পদ সংরক্ষিত আছে। চাকরি হবে ১ বছরের চুক্তিতে। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন সাধারণ কাগজে, নিচের বয়ানে। এছাড়াও বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে: bardhaman.gov.in তখন সঙ্গে দেবেন: (১) এখনকার তোলা ও আড়াআড়ি সই করা ১ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে), (২) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (৩) কম্পিউটার যোগ্যতার সার্টিফিকেট প্রত্যয়িত নকল, (৪) আইডেনটিটি প্রুফের প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল, (৫) অ্যাড্রেস প্রুফের প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল। দরখাস্ত-ভরা খামের ওপর পদের নাম লিখবেন। দরখাস্ত পাঠাবেন সাধারণ ডাকে। পৌঁছনো চাই ২৪ মার্চের মধ্যে। ঠিকানা: The Project Director, ATMA & Deputy Director of Agriculture, Burdwan, Bridge House, Burdwan, Pin -713101.

ন্যাশনাল সুগার ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা কোর্স

ন্যাশনল সুগার ইনস্টিটিউট-এ ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির সুযোগ। ভর্তির জন্য বয়স হতে হবে ৩৫-এর মধ্যে। ভর্তির জন্যে একটি প্রবেশিকা নেওয়া হবে। এই বছর এই পরীক্ষা ১১ জুন। কলকাতায় পরীক্ষা কেন্দ্র আছে। আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে www.nsi.gov.in থেকে। ২০ মার্চ থেকে ৫ মে পর্যন্ত। ফি-বাবদ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে হবে ১০০০ টাকা। (তফসিলি প্রার্থীদের ৮০০ টাকা) ডিমান্ড ড্রাফটি ডিরেক্টর, ন্যাশনাল সুগার ইনস্টিটিউট-এর অনুকূলে প্রদেয় হতে হবে।

মূল ডিমান্ড ড্রাফট সহ নির্দিষ্ট বয়ানে যথাযথ ভাবে পূরণ করা দরখাস্ত ১৫ মে-র মধ্যে সরাসরি বা ডাকে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: ডিরেক্টর, ন্যাশনাল সুগার ইনস্টিটিউট, কল্যাণপুর, কানপুর-২০৮০১৭। আগ্রহীরা খুঁটিনাটি তথ্য জানতে দেখুন সংস্থার ওয়েবসাইট: www.nsi.gov.in।

৬৩ ইঞ্জিনিয়ার নেবে ইরকন

ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার/সিভিল, সাইট সুপারভাইজর /সিভিল, ওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার/ইলেকট্রিক্যাল, ওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার/এস অ্যান্ড টি পদে ৬৩জন লোক নিচ্ছে।

ওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার/সিভিল: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাস-রা অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। জন্মতারিখ হতে হবে ১-২-১৯৮৪-র পর। মূল মাইনে: ২৩,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ৩৯টি (জেনারেল ২২, ওবিসি ১০, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২)। পোস্ট কোড: 5-003.

সাইট সুপারভাইজর/সিভিল: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাস-রা অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। জন্মতারিখ হতে হবে ১-২-১৯৮৭-র পর। মূল মাইনে: ১৫,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৩টি (জেনারেল ৯, ওবিসি ৩, তফসিলি জাতি ১)। পোস্ট কোড: 5-004.

ওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার/ইলেকট্রিক্যাল: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাস-রা অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। জন্মতারিখ হতে হবে ১-২-১৯৮৪-র পর। মূল মাইনে: ২৩,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪টি (জেনারেল ৩, ওবিসি ১)। পোস্ট কোড: 4-005.

ওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার/এস অ্যান্ড টি: ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাস-রা অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। জন্মতারিখ হতে হবে ১-২-১৯৮৪-র পর। মূল মাইনে: ২৩,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ৭টি (জেনারেল ৫, ওবিসি ১, তফসিলি জাতি ১)। পোস্ট কোড: 2-004.

ওপরের সব পদের বেলায় সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তফসিলি, ওবিসি-রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: C05/2017.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। দরখাস্ত পাবেন অনলাইনে। এই ওয়েবসাইটে: www.ircon.org এজন্য বৈধ একটি ইমেইল আইডি থাকতে হবে। প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফি-বাবদ ৭৫০ (তফসিলি ও প্রাক্তন সমকর্মী হলে ২৫০) টাকা দিতে হবে। প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না। অনলাইন দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এবার ওই দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে। তখন সঙ্গে দেবেন: (১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত নকল, (২) এখনকার তোলা ১ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো (নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে)। দরখাস্ত-ভরা খামের ওপর লিখবেন Application for the post of WE-Civil /WE - Elect/ SS-Civil/ WE-S&T - Advt No. 05/2017 on Contract Basis'. দরখাস্ত পৌঁছনো চাই এই ঠিকানায়: The Joint General Manager / HRM, Ircon International Limited, C-4, District Centre, Saket, New Delhi 110017.

নার্সিং, ফিজিওথেরাপি ও পশু চিকিৎসার ডিগ্রি কোর্স

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি বা, বেসরকারি কলেজে ফিজিওথেরাপির ডিগ্রি, অডিওলজি অ্যান্ড স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজির ডিগ্রি ও নার্সিংয়ের বিএসসি কোর্সে ভর্তির জন্য ২০১৭ সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা (JENPAUH-2017), ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাসবেন্ড্রি কোর্সে ভর্তির জন্য ২০১৭ সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার (EVETS-2017) ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারতের প্রার্থীরা আবেদনের যোগ্য। কারা কোন বিষয়ে আবেদন করতে পারবেন JENPAUH-পরীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব কোর্সে:

নার্সিংয়ের বিএসসি: ইংরেজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজির বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস তরুণীরা মোট ৫০% (তফসিলি হলে ৪০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আর প্রতিটি বিষয়ে আলাদা ভাবে উত্তীর্ণ হয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। ওইসব বিষয় নিয়ে ২০১৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। সরকারি কলেজে ভর্তির জন্য প্রার্থীকে বা তাঁর পিতামাতাকে পশ্চিমবঙ্গে ১০ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরের প্রার্থীরা বেসরকারি নার্সিং কলেজে/ইনস্টিটিউশনে ভর্তির জন্য যোগ্য।

ফিজিওথেরাপি ডিগ্রি (বিপিটি): ইংরেজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি ও অন্য কোনও ভার্নাকুলার বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস-রা আবেদন করতে পারেন। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি বিষয়ে আলাদা ভাবে পাস নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। ওইসব বিষয় নিয়ে ২০১৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য।

অডিওলজি অ্যান্ড স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজির ডিগ্রি (বিএএসএলপি): ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি/অঙ্ক/কম্পিউটার সায়েন্স/স্ট্যাটিস্টিক্স/ ইলেকট্রনিক্স/সাইকোলজি বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাসরা আবেদন করতে পারেন। ওইসব বিষয় নিয়ে ২০১৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য।

EVETS-পরীক্ষার মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব কোর্সে ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাসবেন্ড্রি ইংরেজি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজির বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে পাস ছেলেমেয়েরা উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি বিষয়ে মোট অন্তত ৫০% (তফসিলি হলে ৪০%) নম্বর পেয়ে থাকলে এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। উচ্চমাধ্যমিকে মাতৃভাষা বা অন্য কোনও পঞ্চম বিষয় নিয়ে ২০১৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। প্রার্থীকে বা, তাঁর পিতামাতাকে পশ্চিমবঙ্গে ১০ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। দুই ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ৩১-১২-২০১৭-র হিসাবে ন্যূনতম ১৭ বছর। তফসিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য যথারীতি আসন সংরক্ষিত আছে। কোন কলেজে কোন-কোন বিষয়ে ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয় ও আসন কটি তা বিস্তারিত ভাবে ইনফরমেশন বুকলেট থেকেও জানতে পারবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে ২০১৭ সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড । অডিওলজি অ্যান্ড স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজি, ফিজিওথেরাপি ও নার্সিং কোর্সের বেলায় প্রার্থী বাছাই হবে JENPAUH-2017-এর মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ২৮ মে। আর ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাসবেন্ড্রি কোর্সের বেলায় প্রার্থী বাছাই হবে EVETS-2017-এর পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ২৭ মে। এই পরীক্ষায় কী কী বিষয় থাকবে তা ইনফর্মেশন ব্রোশিওর থেকে পাবেন। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন ১৭ মে থেকে।

JENPAUH ও EVETS-এই পরীক্ষায় থাকবে এই দুটি পেপার– (১) ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি (১০০ নম্বর), পরীক্ষা হবে ১১টা থেকে ১টা। (২) বায়োলজিক্যাল সায়েন্স (১০০ নম্বর)। পরীক্ষা হবে ২টো থেকে ৪টে। প্রশ্ন হবে বাংলা ও ইংরেজিতে, এমসিকিউ টাইপের। নেগেটিভ মার্কিং আছে। কোনও ডুপ্লিকেট অ্যাডমিট কার্ড বোর্ডের অফিস থেকে দেওয়া হবে না। পরীক্ষা হবে এই সব কেন্দ্রে বোলপুর (কোড ৭২২১), বর্ধমান (কোড ৭৩১), দুর্গাপুর (৭৩২), হুগলি (৭৮১), পশ্চিম মেদিনীপুর (৮৩১), পূর্ব মেদিনীপুর (৮৪১), শিলিগুড়ি (৭৫১), মালদা (৮২১), উত্তর কলকাতা (৮১১), দক্ষিণ কলকাতা (৮১২), হাওড়া (৭৯১), মুর্শিদাবাদ (৮৫১)।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২২ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.wbjeeb.in। এজন্য বৈধ একটি ইমেইল আইডি থাকতে হবে আর পাসপোর্ট মাপের ফোটো, সিগনেচার ও বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ জেপিইজি ফরম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে Online Application WBJEE-2017-তে ক্লিক করলে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পাবেন। প্রথমে Personal Details ঠিকভাবে পূরণ করবেন তারপর সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও অ্যাপ্লিকেশন নম্বর পাবেন। এবার লগ আউট করতে পারেন কিংবা Fee Payment Details-এ গিয়ে ই-চালান প্রিন্ট করে নেবেন। টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডে জমা দিতে পারবেন কিংবা এলাহাবাদ ব্যাংকের চালানে জমা দেবেন। ফর্মের দাম ৫০০ টাকা। আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওয়েবসাইটে। এছাড়াও পাবেন এই ঠিকানায়: West Bengal Joint Entrance Examination Board, AQ 13/1, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata 700091. Ph: 18001023781

ভারত ইলেকট্রনিক্সে ২০০ ট্রেড আপ্রেন্টিস

ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের গাজিয়াবাদ ইউনাইটেড ট্রেড আপ্রেন্টিস হিসাবে ২০০জন লোক নিচ্ছে।

আইটিআই থেকে ফিটার, টার্নার, ওয়েল্ডার, ইলেকট্রিশিয়ান, মেশিনিস্ট, ড্রাফটসম্যান (সিভিল), ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল), ইলেকট্রনিক মেকানিক, কম্পিউটার অপারেটিং অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (সিওপিএ), রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, ইলেকট্রোপ্লেটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাস-রা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন।

২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ সালে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই পাস করেছেন, শুধুমাত্র তাঁরাই আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৮-২-২০১৭-র হিসাবে ২৮ বছরের মধ্যে।

তফসিলি-রা ৫ বছর, ওবিসি-রা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। ১৯৬১ সালের আপ্রেন্টিস আইনানুযায়ী ট্রেনিং দেওয়া হবে। ১ বছরের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। কোন ট্রেডে কটি শূন্যপদ: ফিটারে ৩২টি, টার্নারে ৬টি, ওয়েল্ডারে ৪টি, ইলেকট্রিশিয়ানে ২৮টি, মেশিনিস্টে ৬টি, ড্রাফটসম্যান (সিভিলে) ৪টি, ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যালে) ১০টি, ইলেকট্রিক মেকানিকে ৩২টি, সিওপিএ ৭০টি, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকান্ডিশনিং ২টি, ইলেকট্রোপ্লেটারে ৬টি।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউয়ের মধ্যে। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা ওয়েবসাইটে জানতে পারবেন। লিখিত পরীক্ষার জন্য মনোনীত হলে সফলদের নাম ইমেইলে পাঠানো হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৮ মার্চের মধ্যে apprenticeship.gov.in ওয়েবসাইটে। এজন্য বৈধ একটি ইমেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্টআউট করে নেবেন।

আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

এছাড়াও কোনও অসুবিধা হলে ইমেইল করতে পারেন এই নম্বরে: hrdgad@bel.co.in

সেন্ট্রাল লেদার ইনস্টিটিটিউটে তফসিলি ছেলেমেয়েদের নিখরচায় চর্মজাত সামগ্রী তৈরির ট্রেনিং

সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন জাতীয় তফসিলি জাতি বিত্ত ও উন্নয়ন নিগমের সহযোগিতায় তফসিলি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের চর্মজাত সামগ্রী তৈরির জন্য কাটিং ও সেলাইয়ের ৩৫ দিনের ট্রেনিং দিচ্ছে। ন্যূনতম ক্লাস ফাইভ পাস ১৮ থেকে ৫০ বছরের ছেলেমেয়েরা ট্রেনিং নিতে পারেন। বার্ষিক আয় হতে হবে শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১,২০,০০০ টাকা ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ৯৮,০০০ টাকার মধ্যে। ট্রেনিং চলাকালীন চা ও মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা আছে। ট্রেনিং শেষে সফলদের এককালীন ১,৫০০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে ও চাকরির জন্য সাহায্য করা হবে। ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত করতে হবে। ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে বাছাই প্রার্থীদের আগে আসার ভিত্তিতে আগে সুযোগ দেওয়া হবে। পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে জমা দিতে হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, জাতিগত প্রমাণপত্র, বার্ষিক আয়ের সার্টিফিকেট, আধার কার্ড, রেশন কার্ড। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রমাণপত্রের নকল জমা দিতে হবে। ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফর্ম পাবেন ও পূরণ-করা ফর্ম জমা দিতে হবে এই ঠিকানায়: সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ৩/১সি, মঠেশ্বরতলা রোড, (ধাপা মাঠপুকুর বাজারের কাছে)। কলকাতা- ৭০০০৪৬। ফোন: (০৩৩) ২৩২৯২৩৮১।

এমবিএ ও ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট কোর্স

জওহরলাল নেহরু স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ এমবিএ প্রোগ্রাম এমবিএ ইন হসপিটালিটি ও ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টের কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত জমা নিচ্ছে। যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস করার পর ক্যাট-এ ৭০% নম্বর থাকলে বা, অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স বা, সমতুল পাস ছেলেমেয়েরা এমবিএ কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করতে পারেন।

অনদিকে যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস করার পর ক্যাট-এ ৬৫% নম্বর বা, অন্তত ৫৫% নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা হসপিটালিটি ও ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টের এমবিএ কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করতে পারেন। সংরক্ষিত প্রার্থীরা যথারীতি নম্বরের ক্ষেত্রে ছাড় পাবেন।

যাঁরা এ-বছর ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন, তাঁরাও শর্তসাপেক্ষ দরখাস্ত করতে পারেন। ভর্তির জন্য ফর্ম ও প্রোস্পেক্টাস ডাউনলোড করতে পারেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.aus.ac.in / www.ausadmission.in অনলাইনে পূরণ করা দরখাস্ত জমা দিতে হবে ২০ মার্চের মধ্যে। যোগাযোগের ঠিকানা: জওহরলাল নেহরু স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, অসম ইউনিভার্সিটি (কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়), শিলচর-৭৮৮০১১। বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওপরের ওয়েবসাইটে।

ওয়াইল্ডলাইফ সায়েন্সের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স

ওয়াইল্ডলাইফ সায়েন্সের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সে নেবে ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া। এটি কেন্দ্রের পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। কোর্সটি গুজরাটের সৌরাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা স্বীকৃত। এই কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি নম্বর: WII/AC/2017-19/001/Advt

আসনসংখ্যা: ২০টি। সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি এবং ওবিসি ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সায়েন্স, মেডিকেল সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচার, ফরেস্ট্রি, ফার্মাসি, সোশ্যাল সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স-এর মধ্যে কোনও একটি বিষয়ে স্নাতক। উচ্চমাধ্যমিকে অন্যতম বিষয় হিসাবে বায়োলজি পড়ে থাকতে হবে। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। তবে এই কোর্সে ভর্তির জন্য রেজিস্ট্রেশনের আগে সার্টিফিকেট পেয়ে থাকতে হবে। বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। তফসিলি এবং ওবিসি-রা ৫ বছর বয়সের ছাড় পেতে পাবেন। কোর্স ফি: ৫,৩২,৮০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি সর্বভারতীয় অনলাইনে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং পার্সোন্যালিটি অ্যাপটিটিউড টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ৭ মে। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। অনলাইন পরীক্ষায় (১০০ নম্বর) মাল্টিপল চয়েস ধরনের প্রশ্ন হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, কোয়ান্টিটেটিভ স্কিলস, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কম্পিউটার নলেজ, পরিবেশ, বন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে সর্বাধিক ২০০ শব্দের মধ্যে লিখতে হবে একটি রচনা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে নেওয়া হবে পার্সোনালিটি অ্যাপটিটিউড টেস্ট। পরীক্ষা হবে দেরাদুনে ২৯ ও ৩০ মে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রমাণপত্রের যাবতীয় নথিপত্র, কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আপলোড করতে হবে। ফি-বাবদ দিতে হবে ১,০০০ টাকা। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথ ভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছেই রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৬ মার্চ ২০১৭

টিপস

সফলতা আনতে, কাজ করুন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের যা কিছু নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী মানুষকে চলতে হয়। সামাজিক জীব হিসাবে অন্ন, বস্ত্র, খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সহ মৌলিক সকল কাজই প্রাত্যহিক জীবনে মানুষকে করতে হয়। এগুলি ছাড়াও চাহিদা পূরণে প্রতিনিয়ত মানুষকে ছোট থেকে বড় অনেক কাজেই ব্যস্ত থাকতে হয়। তবে ছোট কিংবা বড় হোক অনেক কাজ একদিনেই করা হয় না। আবার কোনও কাজ প্রতিদিনই করা হয় না। দৈনন্দিন জীবনে যে ক'টি কাজ করবে তা নির্ভর করবে ক'টি কাজ করা সম্ভব তার ওপর। মানুষের জীবনে ব্যস্ততা তার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার একদিকে অবসর সময়ে চুপ করে বসে থাকাও সময়ের বিচারে একটি ব্যস্ততা। কিন্তু এই নির্দিষ্ট সময়ের জীবনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সবসময় কাজ করাই হল ব্যক্তিজীবনের মূল সফলতা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজের কি গুরুত্ব আছে? তাহলে উত্তরে বলা যায়, হ্যাঁ অবশ্যই আছে।

নির্দিষ্ট সময়ে অসীম চাহিদা পূরণ করতে হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। আমাদের মাঝে অনেককেই পাওয়া যাবে সময় নির্দিষ্ট অর্থাৎ দিনে ২৪ ঘণ্টা, এটি জানার পরও সারাদিন কাজ করছেন অথচ কাজ শেষ করতে পারছেন না। তাঁদের আক্ষেপ, যদি ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় পাওয়া যেত তাহলে ভালো হতো। এখানে যাঁরা অলস তাঁদের কথা ভাবলে চলবে না। কিন্তু এমন মানুষ আছেন যাঁরা সফলতার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, কিন্তু তাও সফলতা লাভ হয় না।

তাহলে বুঝতে হবে অগ্রাধিকার বুঝে তাঁরা কাজ করেননি।

সময় যে বছর, মাস, সপ্তাহ, দিন, ঘণ্টা, সেকেন্ডের মাপকাঠি তা অনেকেই ভুলে যান। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টার এই সময়গুলো সুনির্দিষ্ট। কালের বিচারে আগামিকাল বলতে কোনও শব্দ বাস্তবিকই সময়ের খাতায় অর্থহীন। কারণ, আগামিকাল বলে আপনি যে সময়কে চিন্তা করছেন সে সময়ের মুখোমুখি যখন আপনি হবেন তখন সেই সময়টিই আপনার নিকট আগামিকালের পরিবর্তে বর্তমান তথা আজে পরিণত হবে। আগামিকাল বলতে কোনও দিন নেই। দিন নামক শব্দটি শুধু আজকের জন্য– সেই আজকে ব্যবহার করা উচিত। তবে কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কাল কাজ করে নেব। ওইভাবে কাজ ফেলে রেখে কোনও লাভ নেই।

অগ্রাধিকারের তালিকাও ভিন্ন। মানুষ মাত্রেই তা আলাদা। যেমন একজন ছাত্রের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার থাকবে পড়াশোনা, কোচিং, টিউশন আবার ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার আলাদা হবে। তবে হাতে সময় ২৪ ঘণ্টা সেটাকে মাথায় রেখেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাই ২৪ ঘণ্টার ভিতরেই কাজ সম্পাদনের জন্য একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা থাকবে। আর সেই কাজ সম্পাদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও থাকবে। প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝে সেই পরিকল্পনা রাখতে হবে।

আজকের কাজ আজকের মধ্যেই সম্পন্ন করার মধ্যেই লুকিয়ে আছে যথার্থ সার্থকতা। কোনও কাজ আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখলে বা আগামী দিনের জন্য সংরক্ষিত রাখলে তা অনেক সময়ে হয়ে ওঠে না, অর্থাৎ সুযোগ নষ্ট। অনেক সময়ে নিজে-নিজের মধ্যে পরিকল্পনা করেও কাজ সম্পন্ন করা যায়।

সময় ও কাজকে ভাগ করে নেওয়া যায় এভাবে: ১) অবশ্যই করণীয়, ২) করণীয়, ৩) করা দরকার, ৪) সময় থাকলে করা ভালো। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ না করলে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এজন্য সফলতার মূল চাবিকাঠি হল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা।

মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াবেন কীভাবে

প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে থাকি। কারণ, চ্যালেঞ্জকে সহজভাবে গ্রহণ করাও জীবনে আরও বড় চ্যালেঞ্জ। সফলতা পাবার পথ যেন শেষই হতে চায় না। একটা জায়গা অর্জন করার পর আমরা দ্বিতীয় পদক্ষেপে অগ্রসর হই। সারাক্ষণই যেন আমাদের শক্তি আর সামর্থ্যের পরীক্ষা চলতে থাকে। তবে আশার বিষয়, মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা আমরা চাইলে বাড়াতে পারি। প্রতিদিন কিছু কাজের চর্চা দিনে দিনে আমাদের মস্তিষ্ককে উন্নত করে, আমাদের মধ্যে আরও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

আসুন জেনে নিই, কী কী কাজ আমাদের ব্রেন পাওয়ার বাড়িয়ে আমাদেরকে একজন অনন্য মানুষে পরিণত করে:

বই পড়ুন: বই এমনই একটি মাধ্যম যার মধ্যে দিয়ে আপনি আপনার বুদ্ধিতে আরও শান দিতে পারবেন। কারণ, বই পড়ে আপনি অনেক কিছু জানার সুযোগ পাবেন। তাই নিজেকে আনন্দ দিতে পড়ুন। যা আপনার ভালো লাগে তাই পড়ুন। শুধু বই নয়, পড়তে পারেন পত্রিকা, ম্যাগাজিন। গোয়েন্দা গল্প পড়ুন। ভ্রমণের গল্প পড়ুন। বই এমন একটি জিনিস যা আপনাকে আনন্দ তো দেবেই একই সঙ্গে বাড়াবে বুদ্ধি।

ব্যায়াম করুন: শরীরচর্চা বা ব্যায়াম আমাদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। মানসিক এবং শারীরিক উভয় স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে ব্যায়াম। তবে কাজ শুরু করার আগে যদি স্বল্প সময়ের ছোট একটি ব্যায়াম করে নেন তাহলে সেটি আপনার ব্রেনপাওয়ারকে বাড়াবে বহুগুণে। তাই একটা ১০/১৫ মিনিটের ছোট্ট ব্যায়াম বেছে নিন। রোজ আপনার কাজ শুরুর আগে এই সময়টুকু দিন নিজেকে। আপনার মস্তিষ্ক পরবর্তী ৮ ঘণ্টার কাজ করবে খুব নিখুঁতভাবে এবং দ্রুত।

ধ্যান: ধ্যান মস্তিষ্ককে দেয় শান্তি। সকল প্রকার স্ট্রেস থেকে নিজেক মুক্ত রাখতে চাইলে নিয়মিত ধ্যানের বিকল্প নেই। তবে ধ্যান আছে বিভিন্ন ধরনের এবং আপনি ঠিক করতে পারেন ধ্যানের মাধ্যমে আপনি কী অর্জন করতে চান, বা আপনার টার্গেট কী! গবেষণায় দেখা গেছে, ধ্যান আপনার মনোযোগ বাড়ায়, উদ্বিগ্নতা কমায় এবং সর্বোপরি মানসিক বিপুল পরিবর্তন ঘটায়। এতে কার্যক্ষমতা বেড়ে যায়।

ক্লাসিক্যাল মিউজিক শোনার অভ্যাস: মোজার্ট এবং বিটোভেনের শান্তিময় সংগীতকে আমাদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ানো এবং রিল্যাক্স করার জন্য কার্যকর মনে করা হয়। একটি গবেষণায় দেখা যায়, 'মোজার্ট এফেক্ট' মানুষের চিন্তাশক্তিকে আরও গভীর করে, বিমূর্ত ভাবনাকে সংগঠিত করে। যখন তৈরি হচ্ছেন তখন এই মিউজিক শুনতে থাকুন। দেখা গেছে, এই অভ্যাস কথা বলার দক্ষতা এবং কাজে ফোকাস করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

যুক্তিভিত্তিক কোনও খেলা খেলুন: দাবা খেলা বা এ-জাতীয় খেলা যা আপনার মস্তিষ্ককে কাজ করতে সাহায্য করে তার চর্চা করুন নিয়মিত। এতে আপনার বুদ্ধির বিকাশ হবে, মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে। নির্দিষ্ট বিষয়ে ফোকাস করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

অফিসের কয়েকটি পদক্ষেপ মেনে চলুন

জীবনে প্রথম চাকরি। নতুন পরিবেশ। মানিয়ে নিতে নানান অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল তা অনেক সময়ই বুঝে উঠতে পারা যায় না। এই অবস্থায় অফিসে সবার মাঝে আকর্ষণীয় হতে গিয়ে আপনি হয়তো এমন কোনও আচরণ করে বসছেন, যা সবার কাছে লাগছে দৃষ্টিকটু। আবার হয়তো নিজের মতো গুটিয়ে থাকতে গিয়ে হয়ে দাঁড়াচ্ছেন একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এই অবস্থায় না জেনে আপনি হয়তো নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনছেন.অফিসকে পুরোপুরি প্রোফেশনালি নেওয়া খুবই জরুরি। তাহলে সবার সঙ্গে আপনার সম্পর্কও প্রোফেশনাল থাকবে। মেনে চলুন দরকারি ৩টি পদক্ষেপ–

পোশাক: অফিসে যদি কোনও ড্রেস কোড থাকে তাহলে তো সেটিই পরতে হবে। যদি না থাকে তাহলেও পোশাকের ব্যাপারে পরিবেশ বুঝে সচেতনতা জরুরি। আপনি যে অফিসে কাজ করছেন সে অফিসটি যদি কর্পোরেট অফিস হয় তবে স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশ করে এমন পোশাকই বেছে নিতে হবে আপনাকে। অনেক অফিসেই ক্যাজুয়াল পোশাককে স্বাগত জানানো হয়। নতুন চাকরিতে ঢুকে প্রথমদিন কয়েকজনকে ক্যাজুয়াল পোশাকে দেখে নিজেও পরে আসবেন না যেন। আগে কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করুন। যদি দেখেন পোশাকের ব্যক্তিগত পছন্দ সকল কর্মীর জন্যই প্রযোজ্য তাহলে আপনিও পরতে পারেন। তবে বেশিরভাগ অফিসই কর্মীদের ফরমাল পোশাকই পছন্দ করেন।

মার্জিত ব্যবহার করুন: ভদ্রতা, অমায়িক ব্যবহার কার না ভালো লাগে বলুন? আর অফিসে এর চেয়ে জাদুকরী আর কিছু হয় না। সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে ব্যবহার করুন 'প্লিজ' এবং 'থ্যাংক ইউ' এই শব্দ দু'টি। কোনও ভুল হয়ে গেলে অবশ্যই বলুন সরি।

অর্থাৎ, সকল কাজে অনুমতি নিন, মতামত নিন। একসঙ্গে মিলে কাজ করুন। আদেশ নয়, অনুরোধ করে মিষ্টি হেসে কাজ করিয়ে নিন। অবশ্যই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন। কারণ, মনে রাখা উচিত অফিস আর বাড়ির মধ্যে একটি তফাৎ আছে। বাড়িতে কোনও কিছু ভুলের জন্য সবকিছু মাফ হয়ে গেলেও অফিসে নির্দিষ্ট নিয়মাবলি মেনে চলা উচিত।

টিমে থাকুন: অফিসে বসের মন জয় করতে গিয়ে কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করবেন না। টিমের সঙ্গে সংযোগরক্ষা করুন সবসময়। একত্রে থাকার অনুশীলন করুন। তার মানে এই নয় যে, আলাদা দল গড়ে তুলবেন. এতে আপনার চাকরি পর্যন্ত চলে যেতে পারে। তাই নিজের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করুন। সব কাজ যেমন একা করবেন না, তেমনি নিজের কাজ অন্যদের দিয়ে করাবেন না।

আপনার এলাকায় যুগশঙ্খ না পাওয়া গেলে সার্কুলেশন বিভাগে ফোন করুন